পাঠকের অন্তর জুড়ে
যুগান্তর
সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক

জানুয়ারি ১৩, ২০০৯, মঙ্গলবার : পৌষ ৩০, ১৪১৫

বিদেশে পলাতক হাইপ্রোফাইল আসামিরা ফিরে আসছেন

হেলাল উদ্দিন

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত পলাতক দেড় শতাধিক হাইপ্রোফাইল আসামি রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী দেশে ফিরতে শুরু করেছেন। জরুরি অবস্থা জারির পর ধরপাকড় শুরু হলে হয়রানি ও গ্রেফতারের ভয়ে তারা বিদেশে পালিয়ে যান। এনবিআর ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পলাতকদের অধিকাংশই বিশেষ আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত। আদালতের নির্দেশে পলাতকদের ব্যাংক হিসাবসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখন নির্বাচিত সরকারের সময় এদের অধিকাংশই দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এ মাসের মধ্যেই হাইপ্রোফাইল ১৫৭ আসামি সপরিবারে দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন বলে গোয়েন্দা সূত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে। তারা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করে গ্রেফতার বা হয়রানি করা হবে কিনা নিশ্চিত হয়েই দেশে ফিরবেন। ইতিমধ্যেই সাবেক মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুলাহ, সাবেক সাংসদ শামীম ওসমান, শেখ হেলাল ও তার স্ত্রী রূপা চৌধুরী, হাজী মকবুল হোসেন, হাজী সেলিম ও তার স্ত্রী গুলশান আরা, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা পংকজ দেবনাথের স্ত্রী মনিকা দেবনাথ এবং বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানের সাজাপ্রাপ্ত দু'ছেলে সায়েম সোবহান তানভির ও সাফোয়ান সোবহান তাজবির দেশে এসেছেন বলে সংশিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একটি সূত্র বিষয়টি স্বীকার করে জানান, আওয়ামী লীগ সমর্থিত জোট সরকার শপথ নেয়ার পর থেকেই বিদেশে পলাতক অভিযুক্তরা দেশে আসতে শুরু করেছেন। তাদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ সমর্থিত হলেও বিএনপি সমর্থকরাও এ সময়ে দেশে আসা নিরাপদ বোধ করছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন সাজাপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ দেশে এসেছেন বলে গোয়েন্দা ও এসবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে শীর্ষ পর্যায়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, পলাতকদের গ্রেফতার না করে আদালতে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়া হবে। সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় ধরনের কারণ ছাড়া বিরোধী বা সরকার সমর্থক কাউকেই হয়রানি বা গ্রেফতার করা হবে না। তবে এ জন্য আদালতে হাজির হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জামিন চাইতে হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত দেবে, সরকার তা মেনে নেবে। জামিন নাকচ হলে তাদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হবে। তবে সাবেক জোট সরকারের কয়েকজন শীর্ষ দুর্নীতিবাজ ও বিতর্কিত ব্যক্তির বিষয়ে সরকারের অবস্থান কঠোর বলে জানা গেছে। তাদের কারও জামিন হলে উচ্চ আদালতে তাৎক্ষণিক আপিল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই বলেছেন, তার সরকার প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। মূলত প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণায় আশ্বস্ত হয়েই বিএনপির সাবেক মন্ত্রী, রাজনীতিক ও তাদের সমর্থিত ব্যবসায়ীরা দেশে ফিরে মামলা মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২৮৮টি কর ফাঁকি ও দুর্নীতির মামলা : সূত্র জানায়, জরুরি অবস্থা চলাকালে আয়কর ফাঁকি ও দুর্নীতির দায়ে ২৮৮টি মামলা হয়েছে। গুরুতর অপরাধ দমন সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির (এনসিসি) সুপারিশে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সাবেক মন্ত্রী, সাংসদ, ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৭৮টি কর ফাঁকি ও দুর্নীতির মামলা দায়ের করে এনবিআর। এছাড়া দুদক ২১০ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের করে। আয়কর ফাঁকি ও সম্পদ গোপন করা সংক্রান্ত ৭৮টি দুর্নীতির মামলার মধ্যে রায় হয়েছে ৩২টির। এছাড়া ১৬টি মামলার কার্যক্রম হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত আছে। বাকি মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকলেও এ পর্যন্ত কেউ খালাস পায়নি। এছাড়া এনসিসির তালিকা অনুযায়ী ৭৪১ জনের ব্যাংক হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিপুল অংকের অবৈধ লেনদেন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ১৭৭টি হিসাব জব্দ করা হয়েছে। অপরদিকে দুদকের ৯১টি মামলার আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে। বিশেষ আদালতে বিচারাধীন ছিল ১১৯টি মামলা। এসব

মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রুল জারি করে সাবেক মন্ত্রী-সাংসদসহ ৬৬ জন সাজাপ্রাপ্ত আসামি উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপিল হবে : সংশিষ্ট একজন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল যুগান্-রকে মামলাগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানান, এখন এসব মামলার কার্যক্রম কিভাবে চলবে সে বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্- অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। এছাড়া আদালতের রায়ে সম্পদ বাজেয়াপ্তের নির্দেশ থাকায় অধিকাংশ পলাতক আসামির সম্পদ ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ বিষয়েও আদালতের নির্দেশনা কার্যকর থাকবে। আইন অনুযায়ী পলাতকরা হয় গ্রেফতার হবেন, অন্যথায় তারা স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন, এছাড়া আইনে কোন বিকল্প নেই বলে দাবি করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পরিচালক। তিনি জানান, আদালত যদি মামলা স্থগিত বা আসামিকে জামিন দেন তাহলে কমিশন বা এনবিআরের বিরুদ্ধে আপিল করবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ মাসেই আরও ১৯ জন : সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও তার স্ত্রী সাবেক সাংসদ তাসমিমা হোসেন, ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিমসহ তার পরিবারের ৫ সদস্য, সাবেক সাংসদ জয়নাল হাজারী, হাজী মকবুল হোসেনের স্ত্রী গোলাম ফাহেমা তাহেরা ও ছেলে মাসুদুর রহমান, সাবেক সাংসদ ডা. এইচবিএম ইকবাল ও তার স্ত্রী ডলি ইকবাল, মায়া চৌধুরীর ছেলে দীপু চৌধুরী, সাবেক সাংসদ রশিদুজ্জামান মিলাত, কাজী সালিমুল হক, সাবেক মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরীর ছেলে শাহদাব আকবর, সাবেক সাংসদ মোস্-ফা রশিদী সুজা ও তার স্ত্রী খোদেজা সুজা এ মাসের মধ্যেই দেশে আসছেন বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

বিএনপির ১৩ জনও দেশের পথে : সূত্র মতে, পলাতক ও দণ্ডিত আসামি হিসেবে জোট সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ এবং তার স্ত্রী রাবেয়া সিরাজ, টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খান ও তার ছেলে ফয়সাল মোরশেদ খান, সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী শাহজাহান ওমর, তার স্ত্রী মেহজাবিন ফারজানা ও ছেলে আদনান ওমর, সাবেক সাংসদ এম নাসের রহমানের স্ত্রী রেজিনা রহমান, বসুন্ধরা গ্রুপের কর্ণধার আহমেদ আকবর সোবহান ও তার স্ত্রী, দুই ছেলেসহ চারজনও দেশে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এদের সবাই তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশে এসে আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইবেন বলে জানা গেছে।

গ্রেফতারের তালিকায় পাঁচজন : সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, খালেদা জিয়ার ভাগ্নে শাহরিয়ার ইসলাম তুহিন, অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার ডা. ফিরোজ মাহমুদ ইকবাল, গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের স্ত্রী শাহিনা ইয়াসমিন, শাহজাহান সিরাজের ছেলে রাজীব সিরাজ ওরফে অপু সিরাজ কবে দেশে আসবেন তা জানা যায়নি। অন্যরা গ্রেফতার এড়াতে পারলেও এসব আলোচিত দুর্নীতিবাজকে সহজেই রেহাই দেয়া হবে না বলে সংশিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

অপরদিকে সাবেক সচিব আনহ আকতার হুসেনের স্ত্রী নাজনীন বানু, এনবিআরের সাবেক সদস্য এটিএম সারোয়ার ও তার স্ত্রী নাজমা সারোয়ার, সোনালী ব্যাংক সিবিএ নেতা বিএম বাকির হোসেনের স্ত্রী নাজমা হোসেন, ড্যাব নেতা ডা. জাহিদ ও তার স্ত্রী রিফাত হোসেন, সাবেক সচিব ইসমাইল জবিউলাহ ও তার স্ত্রী আয়েশা জবিউলাহ, মুন্সীগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমদ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি শহিদুলাহ খান, কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল, সোনালী ব্যাংকের সাবেক এমডি তাহমিলুর রহমান সহসাই দেশে ফিরে জামিন চাইবেন বলে জানা গেছে।

কর ফাঁকির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ৩২ জন : কর ফাঁকির মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্তরা হচ্ছেন− সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সাবেক পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ, তার স্ত্রী রাবেয়া হায়দার, ছেলে রাজীব সিরাজ ওরফে অপু সিরাজ, পুত্রবধূ ফারজানা খান, সাবেক সাংসদ আলী আসগার লবী, সাবেক সাংসদ মোসাদ্দেক আলী ফালুর স্ত্রী মাহবুবা সুলতানা, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান, সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস, তার স্ত্রী আফরোজা আব্বাস, মির্জা আব্বাসের ভাই মির্জা একরামুল হোসেন ওরফে মির্জা খোকন, সাবেক সাংসদ একেএম শামীম ওসমান, সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, তার স্ত্রী ইসরাতুন্নেছা, সাবেক মন্ত্রী জিয়াউল হক জিয়া, তার স্ত্রী নাসিমা হক ও পুত্র মাশফিকুল হক, মনোয়ার হোসেন ডিপজল ও তার স্ত্রী রোমানা মনোয়ার, সাবেক সাংসদ রশিদুজ্জামান মিলাত, সাবেক সাংসদ সালাহউদ্দিনের স্ত্রী সামসুন্নাহার, পুত্র ইমরান আহমেদ, শাহরিয়ার আহমেদ ও তানভির আহমেদ, এনবিআরের সাবেক সদস্য এটিএম সারোয়ার হোসেন, প্রফেসর মাহফুজুর রহমান, শহীদুলাহ খান ও তার স্ত্রী মাসুদা খান, সাবেক চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুলাহ, শাহাদাব আকবর চৌধুরী, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সিবিএ নেতা বাকির হোসেন ও তার স্ত্রী নাজমা হোসেন এবং খালেদা জিয়ার ভাগ্নে শাহরিন ইসলাম তুহিন।

This page has been printed from the web site of Jugantor (www.jugantor.com).
URL:
http://www.jugantor.com/online/content/2009/01/13/news0471.htm

Jugantor

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সালমা ইসলাম

প্রকাশক সালমা ইসলাম কর্তৃক ১২/৭, উত্তর কমলাপুর (ইডেন মসজিদ সংলগ্ন) ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং থেকে মুদ্রিত।

ফোন : পিএবিএক্স: ৮৮-০২-৭১০২৭০১-৫, ৭১০১৯৪০, ৭১০২০০৪ রিপোর্টিং: ৮৮-০২-৭১০১৯৬৬

বিজ্ঞাপন : ৮৮-০২-৭১০১৩৮১ সার্কুলেশন : ৮৮-০২-৭১০১৯১৮ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১০১৯১৭